# কৃষি সমাচার

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫২ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৮ খ্রি. ❑ ১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ❑ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র



**প্রধান উপদেষ্টা**
মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

**উপদেষ্টামণ্ডলী**
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোমিনুর রশিদ আমিন
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব



**সম্পাদনায়**
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

**ফটোগ্রাফি**
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

**প্রকাশক**
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
**প্রভাতী প্রিন্টার্স**, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯


## সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) চলতি ২০১৮-১৯ বর্ষে রবি মৌসুমে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭ মে.টন উচ্চ ফলনশীল জাতের হাইব্রিড, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণির বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ শুরু করেছে। এসব বীজের মধ্যে বোরো ,গম, আলু, ভুট্টা, শীতকালীন সবজি, ডাল ও তৈল জাতীয় বীজ ও মসলা বীজ রয়েছে। বিএডিসি'র ২২টি আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে শুধু নিবন্ধিত বীজ ডিলার, ২২টি জেলা-ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে নিবন্ধিত বীজ ডিলার এবং ২০টি জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ৩৬টি উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে সরাসরি কৃষকদের নিকট "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে বীজ বিক্রয় করা হচ্ছে। বিএডিসি'র বীজ ডিলারদের কাছে বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষকদের নিকট বিক্রয় করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। আগ্রহী কৃষক ভাইদের বিএডিসি'র বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলারদের নিকট হতে বিএডিসি'র বীজ নিশ্চিত হয়ে ক্রয় করে আবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

জাতীয় উৎপাদন, কৃষকদের উন্নয়ন ও সরকারের বোরো ও রবি মৌসুমের অন্যান্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে খেয়াল রেখে বিতরণ থেকে শুরু করে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে সময়মত ন্যায্যমূল্যে এসব বীজ পায় সেজন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বোরো ও রবি মৌসুমের অন্যান্য বীজ নিয়ে কোনো রকম সংকট হবে না।

## ভেতরের পাতায়.....


বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত ..... ০৩
বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ..... ০৪
ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের ডাটা বেইজ প্রণয়ন ও সফটওয়ার উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত ..... ০৬
তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ মে.টন টিএসপি ও ১ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদন ..... ০৭
বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে আয়োজিত মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত ..... ০৭
বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত ..... ০৮
ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে ..... ০৯
বিএডিসি নতুন দিগন্তে : সোলার সেচ পাম্প প্রকল্প..... ১১
আমার দেখা স্বাধীনতা ..... ১৫
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ..... ১৭


**যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য**


বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

# বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে বিএডিসিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। এ সময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষি ভবন, সেচ ভবন ও বীজ ভবনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং কৃষি ভবনের ছাদে বাংলাদেশের বৃহদাকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাদ যোহর কৃষি ভবনের নামাজ কক্ষে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে "সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

*মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ*

*১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

## গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১৮ মোট ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৭২ হাজার ৮২২ মে.টন, এমওপি ৯৮ হাজার ৭৪৬ মে.টন ও ডিএপি ৮৩ হাজার ৪৩৪ মে.টন সার রয়েছে। এছাড়া গত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৯৩ মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৭৩ হাজার ৮৮৫ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৫৬ মে.টন ও ডিএপি ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৫২ মে.টন সার। ০৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৯ মে.টন সার। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

# বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে "সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। যুগ্মসচিব (নিওক) ও বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন।

এছাড়া আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রাজীব হোসেন, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি- ১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামসুল হক, বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মনিরা রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডাঃ আফরোজা খানম, বিএডিসি অফিসার্স ফোরামের সভাপতি জনাব আমান উল্লাহ, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব নুরুদ্দিন মোঃ এনায়েত উল্লা ও বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহ্বায়ক জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদের প্রমুখ।

*আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

*আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একাংশ*

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বলেন, সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমরা কাজ করব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এ আহ্বান এখনও চলমান আছে। সম্মিলিতভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যদি আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য ২০২১ ও ২০৪১ অর্জন করতে হবে।

### বিএডিসি'র দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

চলতি ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য গত ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সংস্থার "ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভায় সকল প্রকার দেশি পাট বীজের সংগ্রহমূল্য ১৭৫ টাকা ও সকল প্রকার তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**বিএডিসি'র বীজ**
**বপণ করুন**
**অধিক ফসল**
**ঘরে তুলুন**

## বিএডিসি'র সচিব পদে জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সচিব পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব (সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ হতে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি (থিসিস) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৮তম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার পেশাগত দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের জন্য চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও বাহরাইন ভ্রমণ করেছেন। তিনি রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বিএডিসি'র সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। বিএডিসিতে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ "সকল জেলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ" প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে বি.কম (অনার্স), এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের (১০ম ব্যাচের) একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) পদে জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন গত ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (অর্থ) পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি হতে বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি এমবিএ (ফিনান্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের উপপরিচালক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিবসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের ডাটা বেইজ প্রণয়ন ও সফটওয়ার উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেচ ভবন অডিটরিয়ামে ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের ডাটা বেইজ প্রণয়ন ও সফটওয়ার উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক।

*সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ। সেমিনারে মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান (পরিকল্পনা) জনাব শাহ ইমাম আলী রেজাসহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

*সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক*

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বলেন, ডাটাবেজের তথ্য বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। সফটওয়্যারটি হতে হবে ইউজার ফ্রেন্ডলি। প্লানিং ও পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ডাটাবেজ সহায়ক হবে বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন।

## বিএডিসিতে ফায়ার সেফটি ও ফায়ার ড্রিল শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ফায়ার সেফটি ও ফায়ার ড্রিল শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বিএডিসি'র ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তত্ত্বাবধানে কৃষি ভবনে গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপন, জরুরী উদ্ধার ও বহির্গমন বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহড়াতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িসহ কৃষি ভবনে কৃত্রিম ধোঁয়া তৈরি, আগুন আগুন বলে চিৎকার এবং ইভাকুয়েশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ভবনে ফায়ার অ্যালার্ম বাজানো হয়।

*বিএডিসি'র কৃষি ভবনে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের মহড়া*

# বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে আয়োজিত মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

*মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। অনুষ্ঠানে সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিএডিসি'র সেচ ভবন অডিটরিয়ামে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০১৭-১৮ সেচ মৌসুমে সেচ চার্জ আদায় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রকৌশলীদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন।

## কৃষি উন্নয়নের দিশারী বিএডিসি

*(১৪ পৃষ্ঠা এর পর)*

বিএডিসি'র বীজ ও সার উৎপাদন এবং বিতরণ (লাখ টন)

| অর্থবছর | বীজ উৎপাদন | বীজ বিতরণ | সার বিতরণ |
|---|---|---|---|
| ২০০৬-০৭ | ০.৮০ | ০.৬৫ | ০.৩৯ |
| ২০০৭-০৮ | ০.৯১ | ০.৭২ | ২.২৮ |
| ২০০৮-০৯ | ১.০৩ | ০.৭৮ | ০.৫০ |
| ২০০৯-১০ | ১.২৯ | ০.৯০ | ২.৬২ |
| ২০১০-১১ | ১.৪৪ | ১.১৯ | ৫.০৯ |
| ২০১১-১২ | ১.২৬ | ০.৯৭ | ৫.১৩ |
| ২০১২-১৩ | ১.৩১ | ১.০৪ | ৫.৩৮ |
| ২০১৩-১৪ | ১.৪০ | ১.১৪ | ৯.৮৮ |
| ২০১৪-১৫ | ১.৪১ | ১.২১ | ৮.৯৯ |
| ২০১৫-১৬ | ১.২৯ | ১.২২ | ৯.৯০ |
| ২০১৬-১৭ | ১.৪১ | ১.২৮ | ৯.৯৪ |

বিতরণ ব্যবস্থাটি বেসরকারি খাতের ওপর ছেড়ে দিয়ে সারের সঠিক চাহিদা নিরূপণ, আমদানি ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং যাচাই-বাছাইয়ে মনোযোগ দিতে পারে সরকার। অন্যথায় বিপর্যয়ের শঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি বিএডিসি'র বিদ্যমান সার মজুদক্ষমতা বাড়াতে হবে। গুদামগুলোর সংরক্ষণ পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন সার বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। অফিস ভবন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো মেরামত করে কর্মোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, অফিস সরঞ্জাম ও লজিস্টিকস সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি ক্রমবিকাশমান মোবাইল ও অনলাইন নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করতে হবে।

*সংকলিত: দৈনিক বণিক বার্তা*
*অক্টোবর ৯, ২০১৮*

## তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ মে.টন টিএসপি ও ১ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদন

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন টিএসপি সার আমদানির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিপত্রে Groupe Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া ও বিএডিসি এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। Groupe Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর Abdellatif HAMAM এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়া বাংলাদেশে টিএসপি ও ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন টিএসপি ও ১ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে OCP. SA মরক্কো ও বিএডিসি এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে OCP. SA মরক্কো এবং The Executive Vice President Commercial Mohamed Belhoussain এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলে গত ২৬ অক্টোবর ২০১৮ হতে ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তিউনিশিয়া ও মরক্কো সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান জনাব শেখ বদিউল আলম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

# বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, বিদায়ী সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, বিএডিসি'র সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনবা মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব রুনা লায়লা, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস) জনাব মোঃ আলমগীর মিয়া, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব রিপন কুমার মন্ডল, সার প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক ড. আজিজা বেগম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) দপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব আবিদ হোসেন ও সহকারী পরিচালক জনাব আহাদ নূর মোল্লা প্রমুখ।

*বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

*বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেনে এর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার*

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিদায়ী সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন একজন দার্শনিক, সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক। তিনি এ সংস্থাটিকে উন্নত করতে চেয়েছেন। আমরা চাই সংস্থাটি এমন জায়গায় যাবে যেখান থেকে নিজে নিজেই পরিচিত হবে। আমরা প্রত্যেকেই যদি তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করি তাহলে সফল হতে পারব। আমরা মাহমুদ হোসেনকে অনুসরণ করে কাজ করতে চাই।

## চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র মাসকলাই ও সয়াবিন বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ বর্ষে খরিফ-২ মৌসুমে উৎপাদিত মাসকলাই ও সয়াবিন বীজের সংগ্রহমূল্য এবং সয়াবিন বীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

| বীজের নাম | ২০১৮ -১৯ বর্ষে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহমূল্য | | ২০১৮ -১৯ বর্ষে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য (সয়াবিন বীজ) | |
|---|---|---|---|---|
| | মানঘোষিত | ভিত্তি | ডিলার পর্যায়ে মানঘোষিত | চাষি পর্যায়ে মানঘোষিত |
| ১। মাসকলাই | ৭২.০০ (বাহাত্তর টাকা) | ৭৪.০০ (চুয়াত্তর টাকা) | - | - |
| ২। সয়াবিন | ৮৩.০০ (তিরাশি টাকা) | ৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা) | ৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা) | ৯০.০০ (নব্বই টাকা) |

# ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দেশের কৃষি উন্নয়নে অর্ধশতক ধরে এ দেশের দরিদ্র কৃষকদের দোরগোঁড়ায় কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও সেচ) সরবরাহ করে সেবা দিয়ে যাচ্ছে । দানা জাতীয় খাদ্য শস্য, আলু ও সবজি বীজের পাশাপাশি মানসম্পন্ন ডাল ও তৈলবীজ চাষিদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়া বিএডিসি'র অন্যতম ম্যান্ডেট। জাতীয়ভাবে ডাল ও তৈল বীজের ঘাটতি রয়েছে। মানসম্পন্ন ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত অক্টোবর ২৯, ২০১৫ তারিখ একনেকে অনুমোদিত হয়ে চলমান রয়েছে। মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত, প্রকল্প ব্যয় মোট ১৭৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা। ৭ টি বিভাগের ৪৭ টি জেলার ১৪২ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

*রাজশাহী ডাল ও তৈলবীজ ক. গ্রো. জোনের নবনির্মিত ল্যাব কাম ট্রেনিং সেন্টার*

*বরিশাল ডাল ও তৈলবীজ ক. গ্রো. জোনের নবনির্মিত অফিস কাম গ্যারেজ*

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

খ) ডাল ও তৈলবীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;

গ) ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;

ঘ) ডাল ও তৈলবীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

| ক্রমিক | কার্যক্রমের নাম | পরিমাণ/সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | কৃষক প্রশিক্ষণ | ২৫০০ জন |
| ২। | ভিত্তি বীজ উৎপাদন | ৭১০ মে: টন |
| ৩। | বীজ সংগ্রহ | ১৬৭৯০ মে: টন |
| ৪। | যানবাহন সংগ্রহ | ১২ টি |
| ৫। | ফর্ক লিফট (১.৫ মে.টন) | ২ টি |
| ৬। | ক্লিনার কাম গ্রেডার | ২ টি |
| ৭। | বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন (২০০ কেভিএ) | ৩ টি |
| ৮। | স্টান্ডবাই জেনারেটর (১০০ কেভিএ) | ১ টি |
| ৯। | ফিউমিগেশন সিট | ৫২ টি |
| ১০। | অটোমেটিক ওজন যন্ত্র | ১ টি |
| ১১। | জার্মিনেটর | ৮ টি |
| ১২। | কালার সর্টার | ১ টি |
| ১৩। | ফার্ম উন্নয়ন | ৩৯২৫০ ঘ: মি: |
| ১৪। | অফিস কাম গ্যারেজ | ৭৮০ ব:মি: |
| ১৫। | গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কক্ষ | ৭২০ ব: মি: |
| ১৬। | পাকা/ হেরিংবন রোড | ১৮৫৫ ব: মি: |
| ১৭। | বীজ গুদাম নির্মাণ | ১৫৫০ ব:মি: |
| ১৮। | ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ | ৩৭৫ ব: মি: |
| ১৯। | সানিং ফ্লোর নির্মাণ | ৫০০ ব: মি: |
| ২০। | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১৯৮০ ব: মি: |

*(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)*

## ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা

১০) প্রকল্প মেয়াদে বছরওয়ারী বীজ উৎপাদনের তথ্যঃ

পরিমাণঃ মে:টন

| ক্র: নং | বীজ ফসল | ২০১৮-১৯ (উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা) | ২০১৭-১৮ | ২০১৬-১৭ | ২০১৫-১৬ | ২০১৪-১৫ | ২০১৩-১৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ডাল বীজ | ২৩১৪.২৫ | ২৪৭৭.৯৭ | ২৩২২.৮২ | ১৬৯৮.৯৭ | ১৭২৫.৬৭ | ২৩৫৩.২৩ |
| ২ | তৈল বীজ | ১৭১৪.০৬ | ১২৪৬.৬৭ | ১৩৮৭.০১ | ১৫৬৭.০৪ | ১৪২০.৯৬ | ১৭৮২.৭৪ |
| ৩ | আমন | ১৫৪.২৫ | ৭১.৬৬ | ১৩৬.০০ | ৯৫.৬৭ | ৮৪.৯৭ | - |
| ৪ | বোরো | - | - | ১৭.৮৯ | - | - | - |
| মোট | | | ৩৭৯৬.৩০ | ৩৮৬৩.৭২ | ৩৩৬১.৬৮ | ৩২৩১.৬০ | ৪১৩৫.৭০ |

প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলীঃ

* প্রকল্প এলাকায় ডাল ও তৈলবীজ ফসলের ২ টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন স্থাপন;
* ১৭৫০০ মে. টন মানসম্পন্ন ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও চাষিদের মাঝে বিতরণ;
* ২৪০০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি ও ১২৪ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ;
* কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, কালার সর্টার, ফর্ক লিফট, অটো প্যাকিং মেশিন, ফিউমিগেশন শীট, ডানেজ ইত্যাদি);
* যানবাহন সংগ্রহ (জীপ -১টি, কভার্ড ভ্যান ৩টি, ডবল কেবিন পিক আপ ৩ টি, মটর সাইকেল ৩ টি);
* নির্মাণ (বীজ সংরক্ষণাগার, অফিস ভবন, ট্রেনিং রুম, সানিং ফ্লোর, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি)

## বিএডিসি নতুন দিগন্তেঃ সোলার সেচ পাম্প প্রকল্প

*(১১ পৃষ্ঠা এর পর)*

বর্তমানে দেশে দুই ধরনের সোলার প্যানেল ব্যবহৃত হচ্ছেঃ- (১) পলিক্রিস্টালিন সিলিকন সোলার সেল ও (২) মনোক্রিস্টালিন সিলিকন সোলার সেল। পলিক্রিস্টালিনের কার্যকারিতা ১৬-১৭% ও মনোক্রিস্টালিনের এর কার্যকারিতা ১৯%। আবার সোলার সেচ পাম্পে ডিসি ও এসি দুই ধরনের পাম্প ব্যবহৃত হয় । ডিসি পাম্প সহজলভ্য নয়, দাম বেশি এবং মেরামতে উচ্চ কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন। অপরদিকে, এসি সেচ পাম্প বাজারে সহজলভ্য এবং সহজে মেরামত করা যায়। এসি সেচ পাম্প সূর্যের আলোর প্রখরতার ওপর কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। তবে সূর্যের আলোর কম প্রখরতায় এসি সেচ পাম্পে পানি না উঠলেও ডিসি সেচ পাম্পে তুলনামূলক স্বল্প পানি উত্তোলিত হয়। সোলার সেচ পাম্পের আয়ুস্কাল ১০ (দশ) বছর এবং প্যানেলের আনুমানিক আয়ুষ্কাল ২০ (বিশ) বছর ধরা হয় ।

দেশে সোলার পাম্পের প্যানেলসমূহ সাধারণত দুইভাবে স্থাপন করা হয়- যথা ১. স্থির প্যানেল পদ্ধতি (Fixed Panel System), ২. স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি (Auto Tracking Panel System)। বাংলাদেশে ব্যবহৃত সোলার প্যানেলগুলোর প্রায় সবগুলোই স্থির পদ্ধতির। স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সোলার প্যানেল সূর্যের দিক পরিবর্তনের সংগে সংগে প্যানেলের দিকও পরিবর্তিত হয়। ফলে সারাদিন সূর্যের আলোর তীব্র প্রখরতা গ্রহণ করায় কর্মদক্ষতা বেশি পাওয়া যায়। স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সোলার প্যানেল স্থির পদ্ধতির চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে (প্রায় ৩০%)। সোলার সেচ পাম্প স্থাপনে প্রাথমিক ব্যয় যেমন বেশি, তেমনি প্যানেল স্থাপনে অনেক জায়গা প্রয়োজন হয় । তাই ব্যয় কমানোর পাশাপাশি প্যানেলের জায়গার বিষয়টিও আমলে নিতে হবে ।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের নিমিত্ত ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি গত ২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। যা জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। তাছাড়াও ক্ষুদ্রসেচ উইং এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৮ টি সৌর শক্তিচালিত ডাগওয়েল ও ৫৭ টি বিভিন্ন ক্ষমতার সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আগামীতে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে পরিবেশ দূষণকারী গ্রিন হাউজ গ্যাস মুক্ত কৃষি উন্নয়ন ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়কপাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপসমূহকে সোলার সেচ পাম্পে রূপান্তরকরণ এবং সৌরশক্তিচালিত সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত সৌর পাম্প ব্যবহার করুন, সেচ খরচ সাশ্রয় করুন।

# বিএডিসি নতুন দিগন্তে : সোলার সেচ পাম্প প্রকল্প

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপি তাপমাত্রা ধরে রাখতে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ৪৫ শতাংশে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। এটা সম্ভব করতে হলে "সমাজের সর্বস্তরে নজির বিহীন পরিবর্তন" বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশ দূষণমুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃ সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) সূত্রে জানা যায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিশেষ করে জ্বালানি খাতে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি নির্গমন শোষণে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। সেলক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত হতে ৭০-৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। এলক্ষ্যে আগামি ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী যথাক্রমে তাদের মোট জ্বালানি চাহিদার ২৫% ও ৪৭% নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে মিটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস সৌর শক্তি (সোলার পাওয়ার), যা পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশ দূষণকারী গ্রিন হাউজ গ্যাস এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস হতে মুক্ত। অন্যদিকে, প্রচলিত পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষতিকারক কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ও বর্জ্য নির্গত হয়, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এক গবেষণায় দেখা যায় ৬ (ছয়) কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ডিজেল সেচ পাম্প বছরে প্রায় ৭ (সাত) টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত করে (এইচআইআইই-হামবুর্গ)। বিশ্বব্যাপি পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণতা বৃদ্ধি যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আতংকজনক বিষয়ে রূপ নিয়েছে, তখন পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে সোলার এনার্জিকে আগামি দিনের এনার্জির উৎস হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে । তাই নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের এখনই উপযুক্ত সময়।

বাংলাদেশ সরকার ডেল্টা (ব-দ্বীপ) পরিকল্পনায় আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি চাহিদার ৫০% নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে মিটানোর এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় আগামি ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ১০% অর্থাৎ ২ (দুই) হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে, ২০৩০ সাল নাগাদ কার্বন মুক্ত জ্বালানি / গ্রিন হাউজ গ্যাস ইমিশন বিদ্যমান অবস্থা হতে ২০% কমিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ (সূত্রঃ আইএনডিসি) । তাই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোলার হোম, মিনিগ্রিড, রুফটপ ও অনগ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে সোলার এনার্জি ব্যবহার বৃদ্ধি করে সেচযন্ত্র পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার সোলার সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে । এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামি ২০৪১ সাল নাগাদ সকল সেচযন্ত্র নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব হবে ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি'র উপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ১৪.২৩% তন্মধ্যে শস্য সেক্টরে ৯%। কৃষি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো সেচ। বাংলাদেশে বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসল সেচ নির্ভর। তাই পরিকল্পিতভাবে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি সেচ মৌসুমে ব্যবহৃত ২০৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এবং ৯.০৫ লক্ষ মে.টন তৈল-জ্বালানির চাহিদা কমিয়ে আনা যায়। সেচযন্ত্রসমূহ সৌর সেচ পাম্পে রূপান্তরের ফলে দেশ এগিয়ে যাবে, জাতি তথা বিশ্বকে দূষণ ও অনাহার হতে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

*সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোয়াইনঘাট উপজেলায় খলামাধব সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম*

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ২০.৩০ থেকে ২০.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১ থেকে ৯২.৪২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণ সূর্যের কিরণ থাকে, যা প্রয়োজনীয় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। সূর্যালোকের প্রাচুর্যের এ দেশে, এক বিরাট আর্শিবাদ, যা সহায়ক শক্তি হিসেবে সৌরশক্তি চিহ্নিত হতে পারে। সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে (সেচ পাম্প পরিচালনা, প্রত্যন্ত এলাকা বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি) জাতীয় গ্রিডের ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিক চাপ হ্রাসকরণ সম্ভব। দেশে বিদ্যুৎ ও তৈল-জ্বালানির দাম বৃদ্ধির কারণে সোলারই একমাত্র বিকল্প শক্তি। শুধুমাত্র প্রাথমিক খরচ কমানো সম্ভব হলে কৃষি ক্ষেত্রে সোলার সেচ পাম্পে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। ইঞ্জিনচালিত পাম্পসমূহ পরিচালনায় জ্বালানি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে অনেক খরচ পড়ে। অপরদিকে, সোলার সেচ পাম্প পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নাই বললেই চলে। তাই সোলার সেচ পাম্পে সেচ খরচ অনেক কম। এ প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি ব্যবহার করা যাবে, পরিবেশ দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির দূষণ থেকে দেশ, তথা পৃথিবী ততই রক্ষা পাবে।

*(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)*

# কৃষি উন্নয়নের দিশারী বিএডিসি

কৃষির বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থিতিশীল খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা। দেশে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ তথা মানসম্পন্ন বীজ ও সুষম সার এবং সেচ সুবিধাকে সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমাণে ও সুলভমূল্যে কৃষকের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে কৃষি উন্নয়নের দিশারী। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাটি একই সঙ্গে কৃষিপযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাদানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটিও পালন করে চলেছে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কৃষকের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছে বিএডিসি।

সামগ্রিক কৃষির আধুনিকায়নে শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে বিএডিসি। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার সময় দেশে সার বিতরণের কোনো প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছিল না। এছাড়া সেচ ব্যবস্থাও ছিল সনাতনী পদ্ধতির। সামগ্রিকভাবে গত কয়েক দশকে দেশের সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিয়েছে বিএডিসি। গবেষকদের নিত্যনতুন জাতের বীজ উদ্ভাবনের পর তা দেশের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সংস্থাটি। এছাড়া ক্ষুদ্রসেচ ও সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েছে বহু গুণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পাট, ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন করেছে মোট ১ লাখ ৪১ হাজার টন। এর মধ্যে কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার টন। ওই বছরেই মুন্সীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলায় প্রতিটি দুই হাজার টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ করে বিএডিসি। এর মধ্য দিয়ে দেশে আলুবীজ হিমাগারের সংরক্ষণক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ হাজার ৭০০ টনে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসির মাধ্যমে ১০ লাখ ৮৩ হাজার টন সার আমদানি করা হয়। বিতরণ হয় ৯ লাখ ৯৪ হাজার টন। একই বছর নির্মাণ করা হয় ছয়টি প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম। ফলে সারের ধারণক্ষমতা বেড়েছে অতিরিক্ত ১৮ হাজার ৫০০ টন। অন্যদিকে সংস্থাটির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত দেশের ৫৫ লাখ ২৭ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

**বীজ কার্যক্রম:** মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও তা কৃষকের কাছে সময়মতো সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। শুধু ভালো বীজ দিয়েই ফলন বাড়ানো যায় ১৫-২০ শতাংশ। বিএডিসি'র ভিত্তিবীজ বর্ধন ও উৎপাদন খামার রয়েছে ৩৪টি। এর মধ্যে দানাজাতীয় বীজ উৎপাদন খামার ২৪টি, পাটবীজ খামার দুটি, ডাল ও তেলবীজ খামার চারটি ও আলুবীজ খামার দুটি। এছাড়া ১ লাখ ৯ হাজার ৫৩১ একর জমি নিয়ে ৭৫টি চুক্তিভিত্তিক জোন গঠন করেছে সংস্থাটি, যার আওতায় চুক্তিবদ্ধ কৃষকের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬১১। বিএডিসি'র আধুনিক বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে ৫২টি, যার মোট ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭০০ টন। অটোসিড প্রসেসিং প্লান্ট ও ডিহিউমিডিফায়েড গুদাম রয়েছে তিনটি। বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বীজ পরীগার রয়েছে। গোটা দেশে ট্রানজিট গুদামসহ বীজ বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ১০০টি। আট হাজারের বেশি বীজ ডিলার নিয়ে রয়েছে সুসংগঠিত এক বিপণন চ্যানেল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিএডিসির মোট ১৪টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার ও নয়টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। মাত্র ১৩ দশমিক ৮ টন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছিল বিএডিসি। ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে সংস্থাটির বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ দুই-ই লাখের কোটা পেরিয়ে যায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে রেকর্ড ১ লাখ ৪৪ হাজার ২০১ টন বীজ উৎপাদন করে বিএডিসি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার টন। উৎপাদন ও কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ফলে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে, যা দেশের খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

দেশে বোরো বীজের মোট চাহিদার ৬০ শতাংশই সরবরাহ করে বিএডিসি। সংস্থাটি সম্প্রতি এসএল-৮এইচ নামে একটি নতুন জাতের হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া এ দেশে আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত 'নেরিকা' জাতের ধান আবাদের উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য বিএডিসির নিজস্ব খামারে প্রায়োগিক গবেষণা চালানো হয়। খরাসহিষ্ণু ও স্বল্প জীবনকালের নেরিকা ধান এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী। আউশ, আমন ও বোরো তিন মৌসুমেই এ জাতের ধান আবাদ করে সাফল্য পাওয়া গেছে। নেরিকা ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন পাওয়া গেছে সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয় টন। এছাড়া গাজীপুরের কাশিমপুরে ও নীলফামারীর ডোমার আলুবীজ খামারে বিএডিসি দুটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। ল্যাবরেটরি দুটি থেকে এরই মধ্যে ৯ লাখ ৬ হাজার ৪৫০টি প্লান্টলেট তৈরি করা হয়েছে, যা থেকে ৯৭ টন মিনি টিউবার ও ১ হাজার ১৩২ টন ব্রিডার বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এভাবে আলুবীজের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুবীজ আমদানি নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে

*(বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)*

# কৃষি উন্নয়নের দিশারী বিএডিসি

শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এখন দেশের কৃষির জন্য বড় হুমকি। খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতাজনিত কারণে অনেক জমি যেমন অনাবাদি থাকে, তেমনি ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। এসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের ফসল আবাদ করা অত্যন্ত আবশ্যক। পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১ হাজার ৪৪ দশমিক ৩৬ একরের একটি নতুন বীজবর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিকূলতা সহনশীল জাতসহ অন্যান্য জাতের ১১ হাজার ৫০০ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় ১০০ একরের একটি ডাল ও তৈলজাতীয় শস্যের ভিত্তিবীজ উৎপাদন খামার ও ১০০ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ডিহিউমিডিফায়েড বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হচ্ছে। বিএডিসি'র বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন বীজ সংরক্ষণ ধারণক্ষমতা উন্নীত করা হচ্ছে প্রায় দুই লাখ টনে। মৌসুমি ফল সংরক্ষণের জন্য যশোরের ঝুমঝুমপুর ও চট্টগ্রামের ষোলশহরে দুটি ফল ও সবজি হিমাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যার মোট ধারণক্ষমতা ১০০ টন। রপ্তানিকারকরা এসব হিমাগারে শাকসবজি, ফলমূল ও মাছ-মাংস সংরক্ষণ করে রপ্তানি করতে পারবেন। বর্তমানে আলুবীজের সংরক্ষণ সুবিধা আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে ছয় হাজার টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বীজআলু সংরক্ষণাগার কেনা হয়েছে। নির্মাণ করা হচ্ছে দুই হাজার টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরো ১৩টি হিমাগার। হিমাগারগুলো নির্মাণের ফলে আলুবীজের সংরক্ষণ সুবিধা প্রায় আধা লাখ টনে উন্নীত হবে।

**বীজ খাতে চ্যালেঞ্জ:** দেশে এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। দেশে বীজের বার্ষিক চাহিদা সাড়ে ১১ লাখ। এর মধ্যে আলুবীজেরই প্রায় ছয় লাখ টন। এছাড়া ধানবীজের চাহিদা সাড়ে তিন লাখ টন। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএডিসি সরবরাহ করছে মাত্র দেড় লাখ টন। প্রতিষ্ঠিত ও সনদপ্রাপ্ত প্রায় ২০০ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাকি বীজ সরবরাহ হচ্ছে। তবে দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে চাহিদার মাত্র ৪৫ শতাংশ। বাকি ৫৫ শতাংশ এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশে হাইব্রিড ধানবীজের বাজারে বেসরকারি খাতের একক আধিপত্য রয়েছে। সেখানে বিএডিসি'র কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া আউশ ও আমনে এখনো কোনো ভালো ফলনশীল জাত উদ্ভাবন হয়নি। আমন ও আউশে হাইব্রিডসহ ভালো মানের জাত উন্নয়ন করে বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। এটি একমাত্র বিএডিসি'র পক্ষেই সম্ভব।

**ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম:** ১৯৬১ সাল থেকেই সেচ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বিএডিসি। বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রমকে ২০০৯ সালের আগে ব্যাপকভাবে সংকুচিত করা হয়। ১৯৬১-৬২ অর্থবছরে বিএডিসির সূচনালগ্নে মাত্র ১ হাজার ৫৫৫টি শক্তিচালিত পাম্প দিয়ে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার শুরু করে বিএডিসি। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে সেচকাজে ব্যবহার তথা খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন শুরু করে সংস্থাটি। বর্তমানে দেশে ১ লাখ ৬৭ হাজার ১৭৫টি শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি), ৩৬ হাজার ৫৬৬টি গভীর নলকূপ ও ১৫ লাখ ৪৯ হাজার ৭১১টি অগভীর নলকূপ সেচকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া কিছু হস্তচালিত ও সনাতন পদ্ধতির যন্ত্রপাতি দিয়েও সেচকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বোরো মৌসুমে সারা দেশে সব মিলিয়ে মোট ৫৫ লাখ ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। বিএডিসি ভূপৃষ্ঠের পানি সংরক্ষণ ও গ্র্যাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে সেচকাজ সম্পন্নের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ করছে। এরই মধ্যে চারটি রাবার ড্যাম নির্মিত হয়েছে। রাবার ড্যাম ও হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিএডিসি ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ১১টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করেছে। সেচ ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচে পানির কার্যকর ব্যবহারের বিষয়টি কৃষকদের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা পুনঃখনন বা সংস্কার, পাহাড়ি ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করছে বিএডিসি। এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও সেচে পানির অপচয় রোধের নিমিত্তে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সংস্থাটি। ছোট নদ-নদীগুলোয় রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা দেয়া, সেচ চার্জ আদায় নিশ্চিতকরণ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্টকার্ডভিত্তিক প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলছে। আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পের মাধ্যমে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বেড়িবাঁধ নির্মাণ করার মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়রোধ এবং জোয়ারের পানি ও বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

*(বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)*

# কৃষি উন্নয়নের দিশারী বিএডিসি

ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করেছে বিএডিসি। এগুলোর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ-সংক্রান্ত প্রতি মুহূর্তের তথ্য সংগ্রহ ও ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুতের মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে এরই মধ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে, তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব। দক্ষিণাঞ্চলে ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য ১৪৩টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। সেনিপা ব্যবহারে নজর দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। সেনিপার মাধ্যমে সেচ দিলে পানির ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত কম ব্যবহার করেই আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করা যায়।

**সেচ কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জঃ** দেশে সেচ ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং পানির দক্ষ ব্যবহার বৃদ্ধি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং রিপোর্টের তথ্যমতে, বিশ্বে সেচের পানি গড়ে ৫০ শতাংশ দক্ষভাবে ব্যবহার হলেও বাংলাদেশে তা মাত্র ৩৫ শতাংশ। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বাড়ায় গত ২০ বছরে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় পানির স্তর নেমে গেছে প্রায় ১৬ সেন্টিমিটার। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় প্রতি কেজি বোরো ধান উৎপাদনে গড়ে প্রয়োজন হচ্ছে তিন হাজার লিটারের বেশি পানি। বাড়ছে সেচনির্ভর ফসলের আবাদও। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় কৃষকের উৎপাদন খরচ যেমন বাড়ছে, তেমনি পরিবেশেও দেখা যাচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। জমির পাশ দিয়ে নালা তৈরির কারণে আবাদবঞ্চিত হতে হচ্ছে কৃষকদের। এ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে বিএডিসি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গভীর নলকূপ কোথায় কিভাবে ও কত দূরত্বে স্থাপন করা হবে, সে বিষয়ে একটি নীতিমালা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এগুলো শিথিল করে ফেললে ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। এজন্য এখনই এ বিষয়ে কঠোর নীতিমালা করা দরকার। এছাড়া কৃষিতে ভূ-উপরিভাগের পানির দক্ষ ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।

**সার সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** ১৯৬০-৬১ অর্থবছরে বিএডিসির সার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ৩১ হাজার টন সার দিয়ে। ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত বিএডিসির সার বিতরণ কার্যক্রম চালু থাকে। এরপর ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত বিএডিসির সার বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে পুনরায় নন-ইউরিয়া সার আমদানি, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে সংস্থাটি। এর মধ্যে টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিতরণে বিএডিসির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্ব দেয় সরকার। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে টিএসপি ও ডিএপি সার, সৌদি আরব থেকে ডিএপি সার এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা থেকে এমওপি সার আমদানি করছে বিএডিসি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থাটি মোট ১০ লাখ ৮৩ হাজার টন সার আমদানি করে। এ অর্থবছরে কৃষক পর্যায়ে মোট ৯ লাখ ৯৪ হাজার টন সার বিতরণ করে বিএডিসি।

বর্তমানে দেশের ২১টি অঞ্চলের ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া (টিএসপি, ডিএপি, এমওপি) সার বিতরণ করছে বিএডিসি। সংস্থাটির বর্তমানে ১৩২টি সার গুদাম রয়েছে, যার মোট ধারণক্ষমতা ২ লাখ ৯ হাজার ৬৩৩ মে.টন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি নন-ইউরিয়া সারের বাফার মজুদ রক্ষা করা, প্রাপ্যতা ও মান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সার আইনের প্রয়োগ কার্যক্রম মনিটরিং করে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের অধীনে নন-ইউরিয়া সার আমদানি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান, সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শও দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে বিএডিসি'র ভাড়া দেয়া গুদামগুলো ফেরত এনে সার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠানটির ৬০টি গুদাম ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং আরো ৩২টি ফেরত আনার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে বিএডিসি'র সার গুদামগুলোর ধারণক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যমান গুদামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে নেয়া এক প্রকল্পের মাধ্যমে সার গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়াবে বিএডিসি।

কৃষকদের মধ্যে গুণগত মানসম্পন্ন সারের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পুরনো সার ডিলারদের পাশাপাশি বিএডিসি'র বীজ ডিলারদেরও সার ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এতে বিএডিসি'র নিজস্ব সার বিপণন নেটওয়ার্ক ব্যাপকতা লাভ করেছে। পাশাপাশি বিসিআইসির সব ডিলারকে বিএডিসির সার উত্তোলনের সুযোগ দেয়ায় কৃষকদের কাছে এর সহজপ্রাপ্যতা বেড়েছে। এতে কৃষকদের মধ্যে বিএডিসির আমদানিকৃত সারের চাহিদা বেড়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমদানিও বেড়েছে।

সার কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জঃ সার বিতরণ এখন একটি কাঠামোর মধ্যে এসেছে। তবে এখানেও প্রতিষ্ঠানটিকে নীতিগত কিছু বিষয়ে আরো শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

# আমার দেখা স্বাধীনতা

নুরুদ্দিন মোঃ এনায়েত উল্লাহ, সহকারী প্রকৌশলী, মিশু বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ উজ্জীবিত করে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের অন্তর।

জনগণের ম্যান্ডেট হারানো সামরিক শাসক ইয়াহিয়া এসেম্বলী কলের প্রহসন শেষে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ মধ্য রাত্রিতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার নিরস্ত্র মানুষের উপর; নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞে প্রাণ হারায় অগণিত মানুষ। জীবনের তাগিদে দলে দলে মানুষ ছাড়তে শুরু করে রাজধানী শহর ঢাকা। রেল, সড়ক কিংবা নৌপথে নেই কোন বাহন, নেই নিরাপত্তা। অজানা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গের মতো পদদলে ছুটতে শুরু করে মানুষ। শত শত মাইল পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন সংগ্রামের নানা দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। এমনকি প্রিয় সন্তান মাঝ রাস্তায় ফেলে যাওয়ার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাও ঘটে (আমার মামাতো বোন স্বপ্নাকে ফেলে এসেছিলেন মতিন মামা, অবশ্য চুন্নু মামার বদৌলতে পরবর্তীতে ফিরে পাওয়া যায় তাকে)।

২৫ মার্চ রাত সোয়া একটায় গ্রেফতার হন বাঙালির প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। পরবর্তীতে ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়।
শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। হানাদার বাহিনী ততক্ষণে সারাদেশে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে কয়েক গুণ।
আমরা তখন মুদাফরগঞ্জ আলী নওয়াব উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র (এটি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার একটি স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ)।
এপ্রিলের মাঝামাঝি দক্ষিণের গ্রাম লক্ষীপুর দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ার কুন্ডলিতে ছেঁয়ে গেছে আকাশ। সূর্যাস্তের কিছু সময় তখনও বাকি। শিশু-কিশোর-কুমার-যুবা-বৃদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন বয়সের হিন্দু নর-নারীর সংখ্যা ৬৯। ফিরে চলেছেন তাদের পৈত্রিক ভিটা 'শ্মশানপুরী'তে। আমার বাবা মোঃ আব্দুছ ছালাম তাদের পথ আটকে দিলেন আর ঠাঁই করে দিলেন নিজের বসত বাড়ীতে। সাত সাতটা দিন সবার মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে অনেক, সইতে হয়েছে হাইব্রিড নেতাদের গঞ্জনা (ছালাম মৌলভী হিন্দু জায়গা দিয়ে গ্রাম পোড়ানোর ব্যবস্থা করেছে)। সুনীল, অটলদের মত সহপাঠী থাকায় সাতদিন নির্ঘুম কাটলেও সময় কেটেছে বেশ। ৭ দিন পর সেই মানব বহরটিকে কাঁঠালিয়া সীমান্ত পার করিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আমার বাবা।

প্রতিরোধ যুদ্ধের অংশ হিসেবে ২৫ মে গভীর রাতে বিকট শব্দে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মুদাফরগঞ্জ ব্রিজটি গুড়িয়ে দেয় মুক্তিসেনারা। হানাদার বাহিনী মুদাফরগঞ্জে তাদের শক্তি সংহত করে আরো। আমরা বিতাড়িত হলাম স্কুল থেকে। হায়েনাদের দখলে পুরো স্কুল ভবন। পার্শ্ববর্তী "মসজিদ দিঘী"র দক্ষিণ পাড়ের মাদ্রাসায় আমাদের ক্লাস করার ব্যবস্থা হলো। স্কুলে যাতায়াতের জন্য বহন করতে হতো পরিচয়পত্র। পাকি সৈন্যরা তাকে বলত 'ডান্ডি'। কোন কারণে ডান্ডি দেখাতে না পারলে পড়তে হতো বিড়ম্বনায়।

স্কুলের সেক্রেটারী মোঃ আমিনুল ইসলাম মিঞা ছিলেন পাকবাহিনী কর্তৃক ঘোষিত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযোদ্ধারা মুদাফরগঞ্জের প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে বটতলীতে স্থাপন করে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। সেখান থেকে নির্দেশনা দেওয়া হতো গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের। ১৮ সেপ্টেম্বর হায়েনার দল বটতলী অভিমুখে রওনা হলে মাঝপথে 'অ্যাম্বুশ' করে বসে মুক্তিবাহিনী। যুদ্ধে শহিদ হন মুক্তিযোদ্ধাদের ৫ জন। স্কুলের শ্রদ্ধেয় অগ্রজ আমাদের সিরাজ ভাই দেশমাতৃকার মুক্তির আশায় সেদিন অন্যান্য শহিদদের মত বিলিয়ে দেন তার তাজা প্রাণ। সেই যুদ্ধে হায়েনাদেরও হতাহত হয়েছিল বেশ কয়েকজন। সেই থেকে বটতলী হয়ে আছে 'শহিদ নগর'; আজও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি বহন করে চলেছে নিভৃতে।

আমরা ক্লাস করছি মাদ্রাসার একটি কক্ষে। সেখান থেকে দিঘীর উত্তর পাড়ের টর্চার সেল দেখা যেতো। আমার গ্রামের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা আমাদের স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শাহাদাত হোসেন (ছাদু ভাই) বন্দী হলেন হানাদার বাহিনীর হাতে। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো সাক্ষাত নরক সেই টর্চার সেলে। প্রতিনিয়ত অন্যান্য বন্দী মুক্তিযোদ্ধা ও সন্দেহভাজনদের সাথে তাঁর উপর চালানো হতো নির্মম নির্যাতন। বিভীষিকাময় সেই অত্যাচারের দৃশ্য কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে অবলোকন ছিল দুঃসাধ্য। তবুও লুকিয়ে ছাপিয়ে দেখতাম একটু আধটু আর শিহরে উঠতাম আতঙ্কে। আমার বাবা মোঃ আব্দুছ ছালাম এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক খোন্দকার রেজাউল করিম সাহেবের শত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল হায়েনাদের নির্মমতা। ছাদু ভাইকে দক্ষিণের কাকৈয়া রেল সেতুর উপর থেকে হাত-পা বেঁধে গুলি করে ফেলে দেয়া হয় কার্জন খালে। তাঁর শবদেহ দেখার সুযোগ হয়নি তার বাবা মা আত্মীয় স্বজনদের। শত শত মুক্তিকামী মানুষের শবদেহ ধারণ করে দুঃখে ক্ষোভে ফুঁসছে কাকৈয়ার ঐ বধ্যভূমি।

*(বাকী অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়)*

## আমার দেখা স্বাধীনতা

*বন্ধুবর সহপাঠী মেজর (অবঃ) তরিকুল ইসলাম মজুমদার স্কুল মাঠে দীর্ঘ দিন পড়ে থাকা হানাদার বাহিনীর পরিত্যক্ত জীপের ছবি দিয়ে আমায় করেছে ঋণী*

শিক্ষকতার সুবাদে আমার বাবা আর জ্যাঠার ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সেই কারণে মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রের সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার মতো। তখনকার সময় শনের আবাদ ছিলো খাল পাড়ের জমিগুলোতে। দিনের বেলায় সেই সব শনের ক্ষেতে নীরবে অবস্থানের পর রাতের আঁধারে আগেই 'রেকি' করে আসা স্থানে অপারেশনের জন্য বেরিয়ে পড়তেন মুক্তিসেনার দল। তাদের আহারাদি সরবরাহ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বাবা-জ্যাঠা সেই ব্যবস্থা করতে কখনোই পিছপা হননি।

৩ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ঢুকে পড়ে বাংলার মাটিতে। এককভাবে হায়েনাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে ঝড়ে যায় তাদের বেশ কিছু তাজা প্রাণ; মুক্তিবাহিনীর শরণাপন্ন হলে তাদের সহায়তায় মিত্র বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করে এবং একে একে আসতে থাকে বিজয়। মিত্র বাহিনী ও মুক্তিসেনাদের সম্মিলিত আক্রমন আর মুক্তিকামী জনতার প্রতিরোধে দেশব্যাপী পিছু হটতে শুরু করে দখলদার বাহিনী।

৬ ডিসেম্বর সকাল বেলাতেই শুরু হলো গুলি বৃষ্টি, টিনের চালে সেই শব্দের ঝঙ্কার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জানান দিলো আজ মুদাফরগঞ্জ এলাকা মুক্ত। বিকেলে অন্যান্য আরো অনেকের সাথে যখন বাজার এলাকায় যাই, হায়েনা বাহিনী আর তাদের দোসরদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখতে পাওয়া যায় খালের ভিতর কিংবা বাঙ্কারে।

বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সেনাদের সাথে করমর্দন ছিল খুবই গর্বের। সিদ্ধ ডিম, যা ছিল মিত্রবাহিনী লোকেদের খুবই প্রিয়, বাড়ী থেকে যত সংখ্যক সম্ভব সংগ্রহ করে তাদের হাতে তুলে দিলে পাওয়া যেত ভারতীয় রূপি। ততক্ষণে ভারতীয় টাকার প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের অঞ্চলে। অসংখ্য মা বোনের সম্মান আর অগণিত শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর সমগ্র বাংলা অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

৮ জানুয়ারি কারামুক্ত হন বঙ্গবন্ধু আর ১০ জানুয়ারি নিজ মাতৃভূমি বাংলার রাজধানী ঢাকায় অবতরণ করেন বীরের বেশে। মনোনিবেশ করেন যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশ বিনির্মাণে।

প্রসঙ্গত সেই ৬৯ জনের সবাই ফিরলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। পেলাম নতুন অভিজ্ঞতা; খন্তা-শাবল নিয়ে আনারসের বাগান আর সুপারি বাগানের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে বের করে আনা হলো স্বর্ণালংকার আর দলিল-দস্তাবেজ ভর্তি কয়েকটি কাঁচের বয়াম। পরম যত্নে আপ্যায়ন শেষে যার যার দলিলপত্র-অলংকার বুঝিয়ে দিয়ে দায় মুক্ত হলেন আমার বাবা।

স্বাক্ষী হয়ে থাকলাম চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কত ঘটনার। গর্ব করে বলতে ইচ্ছে হয় ইতিহাস যখন সৃষ্টি হলো আমরা কিছুটা হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

# মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

## মাঘ মাস

### বোরো ধান:

বোরো ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

### গম:

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

### আলু:

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

### শাক-সবজি:

শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

## ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছান্ন ও কুয়াশাচ্ছান্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।

এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

“ভালো বীজে ভালো ফসল”

## মেধাবী মুখ

শাফী সাদমান শীর্ষ ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম এর পুত্র। তার মাতা একজন শিক্ষিকা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

এম আকিব আহম্মেদ ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।
সে বিএডিসি'র সদর দপ্তরের এগ্রো সার্ভিস বিভাগের উপব্যবস্থাপক ড. বশির আহম্মেদ এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোছাঃ আতিয়া আক্তার (চৈতী) ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের দপ্তরের গাড়ী চালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ নুর আলী (রনক) ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৪.৮৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব নয়ন আলী এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

প্রভা দাস ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (বিল) জনাব প্রদীপ কুমার দাস এর কন্যা এবং বিএডিসি'র সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব পঙ্কজ কান্তি দাস এর ছোট বোন। সে সকলের নিকট আশির্বাদপ্রার্থী।

## বিএডিসি'র বীজ আলুর বিক্রয়মূল্য পুন:নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ বিপণনযোগ্য অবিক্রিত বিভিন্ন শ্রেণি, জাত ও গ্রেডের বীজ আলুর বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে:

| ক্র: নং | বীজের শ্রেণি | জাত | পুন:নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য (কেজি/টাকা) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | চাষি পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য | ডিলার পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য |
| | | | সকল শ্রেণি, জাত ও গ্রেড | সকল শ্রেণি, জাত ও গ্রেড |
| ১। | ভিত্তি/প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত শ্রেণির বীজ আলু | ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, কারেজ, রোজাগোল্ড, সার্পোমিরা, পামেলা, এটলাস, ভুলুমিয়া, বারিআলু ৩৫,৩৬,৩৭,৪০,৪১,৪৬,৫৩,৭৮, ৭৯, সিডলিং টিউবার | ১৩.৪৪ | ১২.০০ |

### শোক সংবাদ

*** বিএডিসি'র সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের বিপরীতে সহকারী প্রকৌশলী নির্মাণ জোন, বিএডিসি, ঢাকা দপ্তরের পাম্প অপারেটর জনাব হাফিজুর রহমান গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।**

*** উপপরিচালক, (বীজ বিপণন), বিএডিসি, দিনাজপুর দপ্তরের গাড়ীচালক জনাব মোঃ রহিম উদ্দীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।**

## চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

*কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ সদস্য পরিচালকগণ ও সংস্থার সচিব। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামন উপস্থিত ছিলেন*

*মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ফটো সেশনে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ*

*বিএডিসিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক আয়োজিত হাতে কলমে অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ*

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।